প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **যশোর**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১১ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**হাজী মোহাম্মদ মহসীন ইমাম বাড়া**		**যশোর সদর** মুরলী	২৩°০৮'৩৬.৯" উ. ৮৯°১৪'০৪.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২ এপ্রিল, ১৯৮৭	খ্রিষ্টীয় ১৯ শতকে আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় হাজী মোহাম্মদ মহসীন ইমাম বাড়া ভবনটি নির্মিত। কথিত আছে দানবীর হাজী মোহাম্মদ মহসীন কর্তৃক জনহিতৈষী কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রার্থনা কক্ষ হিসেবে এ ইমাম বাড়াটি নির্মাণ করেন। এটিতে প্রধান হল রুম ও পূর্ব দিকে একটি বড় বারান্দা রয়েছে। প্রধান হল রুমটি ইবাদাত ও মাতমের জন্য ব্যবহার হত।
২.	**চাঁচড়া শিব মন্দির**		**যশোর সদর** চাঁচড়া	২৩°০৮'৪০.১" উ. ৮৯°১২'১৪.৮" পূ.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন : শা: ৬/প্র: অধি:-২৮/৯১ ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫	চার চালা বিশিষ্ট এ মন্দিরের বাইরের অংশ পোড়ামাটির ফলকে অলঙ্কৃত। মন্দির গাত্রে প্রাপ্ত শিলালিপি হতে জানা যায়, শ্রী মনোহর রায় ১৬১৮ শকাব্দে (১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন।
৩.	**কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ি**		**কেশবপুর** সাগরদাঁড়ী	২২°৪৯'০৯.৬" উ. ৮৯°০৯'৪৭.৭" পূ.	পাকিস্তান গেজেট, ২১ নভেম্বর, ১৯৬৬	বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে এ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ বাড়িটিতে বসতঘর ও মন্দিরসহ একাধিক একতলা ও দোতলা ভবন রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিতে ট্যাবলেটসহ স্তম্ভ**		**কেশবপুর** সাগরদাঁড়ী	২২°৪৯'০৯.৬" উ. ৮৯°০৯'৪৭.৭" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ১২৮৮ বিবিধ ২২ নভেম্বর ১৯২০	কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাড়ির আঙ্গিনায় রয়েছে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিতে ট্যাবলেটসহ স্তম্ভ। কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত ট্যাবলেটসহ স্তম্ভটিতে রয়েছে শ্বেত পাথরে বাংলা বর্ণমালায় খোদিত সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং কবির আবক্ষ মূর্তি।
৫.	**শেখপুরা জামে মসজিদ**	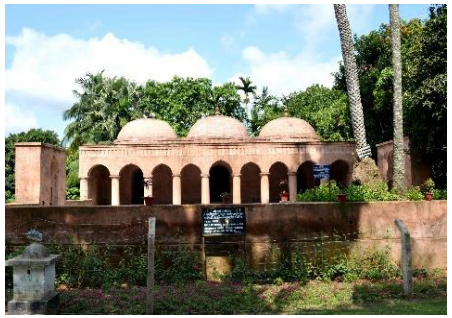	**কেশবপুর** শেখপুরা	২২°৪৯'৫৪.০" উ. ৮৯°১০'০৩.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৯ নভেম্বর, ১৯৯৫	কথিত আছে এ মসজিদ গৃহে বসেই মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাল্যকালে জনৈক রেয়াজাতুল্লা নামক এক ফার্সি পন্ডিতের নিকট ফার্সি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি আয়াতাকার ভূমি পরিকল্পনায় খ্রিষ্টীয় ১৮ শতকে নির্মিত।
৬.	**ভরত ভায়না**		**কেশবপুর** ভরত-ভায়না	২২°৫০'৫৯.০" উ. ৮৯°২০'৫৫.৬" পূ.	*Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 17)*	যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ভরত ভায়না গ্রামে বুড়িভদ্রা নদীর প্রায় ৩০০ মিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভরত ভায়না বৌদ্ধ মন্দির অবস্থিত। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক কাশিনাথ দীক্ষিত ভরত ভায়না ঢিবি এবং সংলগ্ন এলাকায় প্রাথমিক জরিপ কাজ পরিচালনা করেন ১৯২২-২৩ সালে। এ প্রত্নস্থানে পরবর্তী সময়ে ১৯৮৪-৮৫ থেকে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত স্থাপত্য কাঠামোর গাঠনিক ও বিবর্তনগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এটিকে বৌদ্ধ মন্দির বলে ধারণা করেন প্রত্নতাত্ত্বিকগণ। ক্রুশাকৃতির এ মন্দির খ্রি. ৭ শতকের পরে ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে মনে করা হয়। এ মন্দিরের ভূমি নকশা সোমপুর মহাবিহার, শালবন বিহার, বিক্রমশীলা মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের অনুরূপ।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	**মির্জানগরস্থ নবাব বাড়ীর ৪ কামরা বিশিষ্ট হাম্মাম খানা**		**কেশবপুর** মির্জানগর	২২°৫৩'৫২.৩" উ. ৮৯°০৮'৪৯.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট, ৭ আগস্ট ১৯৮০ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭৫)	স্থানীয়ভাবে কেল্লাবাড়ি নামে সুপরিচিত মির্জানগর হাম্মামখানা অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায়ের গোসল কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে মোঘল শাসনামলের শেষ দিকে নির্মিত হয়। ৩টি কক্ষের সমন্বয়ে নির্মিত এ হাম্মামখানার উপরিভাগে ২টি অর্ধগোলাকার গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত।
৮.	**দমদম পীরের স্থান ঢিবি**		**মনিরামপুর** দোনার	২৩°০৪'৪৩.৮" উ. ৮৯°১৩'৫৯.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৩ মে ১৯৯৬	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে পরপর চার বছর এ ঢিবিতে খননের ফলে একটি পূর্বমুখী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। গর্ভগৃহস্থ অসম আকৃতির ও আয়তনের ২৪টি কক্ষের সমন্বয়ে এ মন্দির গঠিত। মন্দিরটির নির্মাণকাল খ্রিস্টীয় ২য় হতে ৩য় শতক বলে ধারণা করা হয়।
৯.	**১১টি শিব মন্দির**		**অভয়নগর** ভাটপাড়া	২৩°০০'৩৫.২" উ. ৮৯°২৫'৫৯.৭" পূ.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন: সবিম/শা: ৬/প্রত্ন: অধি-৯/৯৯/৩৪১ ২০ জুলাই ২০০৩	আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ১৮ শতকে মোট ১১ টি মন্দিরসহ এ মন্দিরগুচ্ছটি বিখ্যাত চাঁচড়া জমিদার পরিবারের সদস্য রাজা নীলকান্ত নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। এ মন্দিরগুচ্ছ দেবতা শিবের প্রতি উৎসর্গকৃত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০.	**পীর খান জাহান আলী (রা:) জামে মসজিদ**	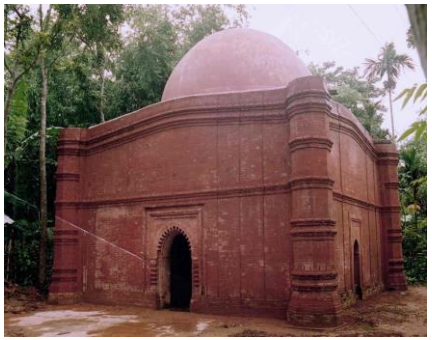	**অভয়নগর** শুভরাড়া	২২°৫৯'৫১.৮" উ. ৮৯°২৮'০৩.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট, ৩১ অক্টোবর, ২০০২	হজরত খানজাহান (র.) এর স্মৃতি বিজড়িত মসজিদটি পুন:নির্মাণের পূর্বে অত্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির চারকোণায় ৪টি অষ্টকোণাকার স্তম্ভ সংযুক্ত রয়েছে।
১১.	**ডালিঝাড়া বৌদ্ধবিহার মন্দির কমপেক্স**		**কেশবপুর** ডালিঝাড়া	২২°৫০'২৬.১২" উ. ৮৯°২০'২৭.১৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৩০)	যশোরের কেশবপুর উপজেলার ডালিঝাড়া গ্রামে এ প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। বিশেষজ্ঞদের ধারনা, এই স্থাপনাগুলো আনুমানিক খ্রি: ৯ম থেকে ১১ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে। বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী, ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত অন্যান্য বৌদ্ধ বিহারগুলো থেকে একেবারে ভিন্ন ও আলাদা। প্রত্নতাত্ত্বিক ও স্থাপত্যিক এই বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় এটি বাংলাদেশ ও ভারতের বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গের সমসাময়িক অন্যান্য বৌদ্ধ বিহার থেকে আলাদা। এখানে পূর্ব দিকে দুটি মন্দির উত্তর বাহুতে দুটি ভিক্ষু কক্ষ দক্ষিণ বাহুতে নয়টি ভিক্ষু কক্ষ পশ্চিম বাহুতে সাতটি ভিক্ষু কক্ষ রয়েছে। পশ্চিম বাহুর মাঝখানে একটি বড় কক্ষ রয়েছে। এই কক্ষটির পশ্চিমে একটি বড় অভিক্ষেপ রয়েছে।